সংস্কারের নামে বাজার দখলের পরিকল্পনা ব্যর্থ করুন

ঠিক হয়েছে বিধাননগর বিডি বাজার ভেঙ্গে দেওয়া হবে। সেখানে গড়ে উঠবে একটা বহুতল বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স। বাজার সংস্কারের তকমায় মুড়ে উন্নয়নের লেবেল সেঁটে নানা ভাবে একে একটা বৈধতা দেবার চেষ্টা চলছে। এভাবেই শুধু বিডি বাজার নয়, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বৈশাখী বাজারও। ওখানেও উঠছে বহুতল শপিংমল। আবার বিডি ব্লকের নাকের ডগাতেই তৈরী হয়েছে সিটি সেন্টার। মোটামুটি এক কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের একটা বৃত্তের মধ্যেই তিন তিনটে শপিংমল গড়ে তোলার পিছনে আর যাই হোক, পুরসভার নির্দিষ্ট যে কোন পরিকল্পনা নেই এটা পরিস্কার। এর পিছনে আছে আসলে অন্য মূলধনী হিসেব। মূলতঃ দুটো বাণিজ্য স্বার্থ এখানে কাজ করছে। এক, রিয়েল এস্টেট। দুই, খুচরো ব্যবসার বাজার দখল।

বাজার সংস্কারের নামে বাজারগুলিকে তাই আম্বানীদের রিলায়েন্স ফ্রেশ, গোয়েঙ্কাদের স্পেন্সার বা বিড়লাদের মোরের মতন একচেটিয়া পুঁজির কারবারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এরা এখন কাঁচা সবজি, জুতো, জামাকাপড়, ওষুধের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তাই বাজারগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হটিয়ে ওরা নিজেরাই এখন মনিহারী দোকান ওষুধের দোকান ইত্যাদি খুলছে। কাজেই কেবলমাত্র বিডি- বৈশাখী নয়, একে একে থাবা পড়বে সব ব্লকেই।

ওদের দরকার ঝাঁ চকচকে দোকান। দরকার জায়গা। সেই জায়গা জোগাড় করার দায়িত্ব নিয়েছে বিভিন্ন পুরসভা - শহর ও শহরতলীর। দিকে দিকে তাই বাজার সংস্কারের ধুঁয়ো তুলে চলছে এখন বাজার দখলের খেলা। পার্কসার্কাস, কলেজস্ট্রীট, সোদপুর, বারাসাত সর্বত্রই চলছে এই আগ্রাসন। দখল নেবার সময় চুক্তি করে, পরে সেই চুক্তি ভেঙ্গে পুরসভা পুরোন ব্যবসায়ীদের জায়গা দেয়নি এমন একাধিক উদাহরণ আছে। এর সবচাইতে জ্বলন্ত সাক্ষ্য ব্যারাকপুর নোনাচন্দন পুকুর বাজার। সেখানে আদালতের আদেশ নিয়েও কিছু না করতে পেরে এখনও ব্যবসায়ীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরা ক্রেতা বিক্রেতা দুই গোষ্ঠীকেই আলাদা করে নিতে চাইছে। অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত, বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা এই বাজারের খদ্দের নন। অন্যদিকে সামান্য পুঁজির কারবারীরাও এই নতুন ব্যবস্থার বিক্রেতা নন। বাজার বদলের রাজনীতিটা তাই বেশ জটিল। এমন কী শুধুমাত্র স্থানীয় রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক বাজার, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা দখল করতে যে ভাবে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি নেমে পড়েছে এটা তারই অংশ। দেখা যাচ্ছে তাই রিলায়েন্স একা নয়, ওর সঙ্গে ঢুকছে ডাউ কেমিক্যাল। ঠিক তেমনই মিত্তালদের ভারতীর সাথে যুক্ত হয়েছে মার্কিনি ওয়ালমার্ট। এমন উদাহরণ অজস্র। লক্ষ্য করলে দেখবেন এরা শুধুমাত্র খুচরো ব্যবসায় নামছে না, সাথে সাথে কৃষি ব্যবস্থাটাকেও নিজের মতন করে সাজিয়ে নিচ্ছে। চুক্তি চাষ করাচ্ছে, এলাকার পর এলাকার দখল নিয়ে বাণিজ্যিক চাষের জন্যে জমি দখল নিচ্ছে। তাই এই বাজার সংস্কারের সাথে সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে গোটা ব্যবস্থাটাই। পুরসভা আসলে তাই সংস্কারের নামে ওদের বাজার দখলের কর্মসূচী রূপায়নে সচেষ্ট হয়েছে।

সমাজ মানে তো শুধু কিছুমাত্র ক্রেতা আর কিছুমাত্র বিক্রেতা নয়। তাই আধুনিকতার অর্থ পুরোন বাজারগুলি ভেঙ্গে নতুন বাজার স্থাপন এমনটাও নয়। কোথায় বিধাননগরে তো এত গুলি কম বেতনের স্কুল আছে সেগুলি তো সাজানো হয় না, একটা সরকারী আধুনিক পাঠাগার যেখানে সবাই গিয়ে বই পড়তে পারবেন তা তো গড়ে তোলা হয় না, রাস্তাঘাট গুলির যা অবস্থা সেগুলিকে তো মেরামত করার উদ্যোগ নেই ? সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রটাকে তো নতুন করে সাজানো হচ্ছে না ? কেননা এ সমস্ত ক্ষেত্রে দখলদারদের এখনও নজর পড়েনি। কেননা সেখানে 'টাকা' নেই। তাই পরিকল্পনাও নেই।

বলা হচ্ছে বিডি ব্লকে বহুতল বাড়ি হলে নাকি যানজটের কোন সমস্য হবে না। অথচ এখনি সি এ আইল্যন্ড, পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের জ্যাম নিত্যকার ঘটনা। বলা হচ্ছে এলাকায় রাস্তা নাকি এতই প্রশস্থ সেখানে এই দুশ্চিন্তা নিছক অমূলক। এখনই বাজার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির কী অবস্থা তা এলাকার মানুষ জানেন। পাশে একটা বহুতল বাড়ি উঠবে, তাই চাই প্রভুত জল, নিকাশী ব্যবস্থা, কোত্থেকে আসবে সেই জল ? নতুন জল যোগানের পরিকল্পনা হয়েছে কিছু ? এখনই তো গ্রীষ্মকালে জলের টান। সে প্রসঙ্গ তোলাই যাবে না। এটা তো উন্নয়নের প্রশ্ন। কার ? সমাজ মানেই এখন বিশেষ কিছু ব্যক্তি, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী, বিত্তশালী মানুষ, সরকারটাও তাদের বাকিরা কেউ নন।

বলা হচ্ছে সাউথ সিটির কথা। কাদের বাস সেখানে ? ঐ এলাকায় এখনই মলিন কাপড়ে কেউ গেলে তাকে নিরাপত্তাকর্মীরা হটিয়ে দিচ্ছে। এটা ঘটনা। অর্থাৎ দেশের ভিতরেই বৈভবের প্রাচীর ঘেরা আলাদা আলাদা অঞ্চল গড়ে তুলে আধুনিকতার গল্প ফাঁদছে এখন শাসকদল, যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রবেশ নিষেধ। নতুন নতুন আবাসিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। সীমিত আয়ের নাগরিকদের পরিস্কার বার্তা দেওয়া হচ্ছে তোমরা শহর ছাড়ো। এখানে তারাই থাকবে যারা বিত্তশালী, যাদের

পকেটে বাড়তি নগদ আছে, যারা বিলাসবহুল আবাসনগুলিতে থাকবেন, শপিংমলে ঢুকবেন, সন্ধ্যেটা পাব বা বারে কাটিয়ে দিয়ে যারা ডমিনোজ বা পিৎজাহাটে রাতের খাবারটা খেয়ে বাড়িতে ঢুকবেন। প্যান্টালুন বা শপার ষ্টপ ছাড়া অন্যত্র ঢুকবেন না। আর এই বাজারের হাত ধরেই সমস্ত টাকা চলে যাবে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির পকেটে। এইভাবেই ওরা বাজারটাকে কব্জা করছে। এটাই সংস্কারের চেহারা, যার প্রকৃত অর্থ লুন্ঠন, যাকে বলে হচ্ছে উন্নয়ন।

রিয়েল এস্টেট বাণিজ্য স্বার্থের বহরটা বোঝা যাবে যদি কিছু তথ্য দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল বিনিয়োগ আসছে তার পিছনে একটা বড় কারণ কিন্তু এই নির্মান শিল্পক্ষেত্র। বাজার সংস্কার, শপিংমল, বহুতল আবাসন সর্বত্রই এটা স্পষ্ট। যেমন এশিয়ান রিয়াল এস্টেট ইনভেশট ব্যাঙ্কের কর্ণধার মাইকেল স্মিথ ঘোষণা করেছেন –'এটা (ভারত) এশিয়ার মুখ্য দেশগুলির মধ্যে পড়ে থাকা শেষ দ্রুত প্রসারণশীল (রিয়েল এস্টেট) বাজার'। মেরিল লিঞ্চের মতন সংস্থার মতে ভারতীয় রিয়াল্টি সেক্টর ২০০৫ সালে ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়াবে ৯০ বিলিয়ন ডলারে। মুম্বাই এবং দিল্লি খুব শিগগিরি ম্যানহাটানের ধাঁচে আকাশচুম্বী বহুতল গুলির মতন ট্রাম্প টাওয়ার পেতে চলেছে, কেননা মার্কিন কোম্পানী ট্রাম্প ভারতে আগামী এক বছরে ব্যপকমাত্রায় বিনিয়োগ করতে চলেছে। এদিকেই এগোচ্ছে কলকাতা।

বিধাননগরের এই ঘনসন্নিবিষ্ট বাজার গড়ে তোলা আসলে নতুন কিছু নয়, মুম্বাই বা দিল্লিতেও এ ঘটনা ঘটেছে। যেমন মুম্বাই-এর মুলুন্দে দু কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে গড়ে উঠেছে বিগবাজার, আপনা বাজার, সুবিক্ষা, স্পিনাচ, শপরাইট ফুডল্যন্ড, স্থানীয় সাই সুপার মার্কেট। একই ঘটনা ঘটেছে গুরগাঁওতে যেখানে মাত্র কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই গড়ে উঠেছে কুড়ি থেকে তিরিশটা মল। উচ্চ আয় সম্পন্ন এলাকাগুলিতে এই সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠছে। আশপাশের ছোট দোকান গুলি উঠে যাচ্ছে। এখানেও তাই হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা টিঁকে থাকতে পারবেন না। আর এমন সুপরিকল্পিত ভাবে এরা বাজার ব্যবস্থাটাকে বদলে দিচ্ছে যে নতুন নতুন আবাসনের আশপাশে ছোট কারবারীদের জায়গা নেবে বিগবাজার, বাজার কলকাতা। আর রাজারহাট নিউটাউনের মতন অঞ্চলে থাকবে শুধুই বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

কৃষির পরেই ভারতে সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়। এখানেই লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। হিসেব টাটা বিড়লা আম্বানীরা আজকে গিলে নিতে চলেছে চার কোটি মানুষের জীবিকা ও জীবন। সঙ্গে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য ধরলে এটা হয় কুড়ি কোটি। যদি বৃহৎপুঁজি খুচরো ব্যবসার কুড়ি শতাংশ বাজারও ধরতে পারে, তাহলে কাজ হারাবে ৮০ লক্ষ মানুষ, আর কাজ পাবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার। যারা কাজ হারাবেন, আর যারা পাবেন তারা সম্পূর্ণ দুই গোষ্ঠীর মানুষ। বাস্তবে কিন্তু দেশী-বিদেশী বৃহৎপুঁজি যে দেশেই খুচরো ব্যবসায় ঢুকেছে, সে দেশেই সিংহভাগ বাজার ওদের হাতে চলে গেছে। আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, চীন এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই বাজার বদল জন্ম দিচ্ছে একটা নতুন সংস্কৃতির। অবসর বিনোদনের জায়গা হয়ে যাচ্ছে এখন শপিং মল। যেখানে অনেকেই বাজার করতে যান না, যান সময় কাটাতে। তাছাড়া এরা বদলে দিচ্ছে খাদ্য সংস্কৃতিও। একে একে সমস্ত বাজার দখল করে এরা বদলে দেবে মানুষের খাদ্যাভ্যাস। বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেবে খবরের কাগজ। যন্ত্রের মতন মানুষ ছুটবে টাটকা ফল ছেড়ে ব্র্যান্ডেড জুস খেতে। দেশের কৃষক না খেয়ে মরবে। কমলালেবু বাজারে আসবে না। তখন জমিগুলিকে আরো বেশী করে দখল নিতে ছুটবে বিদেশী কোম্পানীগুলি। প্রক্রিয়াজাত খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করবে আমাদের। লাউটা, কুমড়োফুলটা, ডুমুরটা, পুঁই চচ্চড়িটা আর পাওয়া যাবে না। থানকুনি পাতা, লাল শাক, নটে শাক আর জুটবে না। বাণিজ্যিক চাষে যা বেশী লাভজনক তাই ওরা বাজারে আনবে। বাকি সমস্ত বাদ। একটু ঘুরে একদিন এখনকার বাজারের সাথে সি থ্রির তুলনা করুণ। দেখুন কীভাবে কমছে খাদ্য বৈচিত্র্য। এছাড়াও আছে প্রক্রিয়াজাত খাবার নিয়ে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন, যা আজকে পশ্চিমী দেশগুলিতে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

বিডি বাজার ভাঙ্গার পরিকল্পনা শুধুমাত্র তাই স্থানীয় একটা সমস্যা নয়। উন্নয়নের নামে সারা রাজ্য তথা দেশজুড়ে যে বিধ্বংসী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এটা তারই আরেকটা উদগ্র প্রকাশ যেখানে স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্খাকে কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা পরিকল্পনা। যেমন কোনরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করেই বিডি পার্কটাকে রাতারাতি ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাশেই বিডি স্কুল তার কথা ভাবাই হয়নি। এ ছাড়াও আছে পরিবেশের সমস্যা। সব চাইতে বড় কথা হল যে এই বাজারটা স্থানীয় মানুষের চাহিদা বেশ ভাল ভাবেই পূরণ করছিল। তাকে সংস্কার করা যায়, সেটা উচিতও, কিন্তু সংস্কারের অছিলায় এখন যেভাবে বাজারের দখল নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে তা একটা সংগঠিত অপরাধ।

বিদেশী মূলধনে পুষ্ট শপিংমল তথা বহুতল বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি গোটা সমাজটাকেই আজকে বদলে দিচ্ছে । এটা আসলে একটা নতুন ব্যবস্থা, যা আগ্রাসী মার্কিনি বাজার সংস্কৃতির ফসল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাই একটা বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অংশ। এটা মানুষের জীবন, জীবিকা, চর্যা, দেশজ কৃষি, দেশজ সম্পদ, দেশজ অর্থনীতি রক্ষা করার আন্দোলন।

তাই বাজারমুখী সংস্কার তথা বাজার সর্বস্বতার হাত থেকে সমাজ ও স্থানীয় বাজার রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে এখন দেশপ্রমী গণতান্ত্রিক সমস্ত মানুষকে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলুন। মুখোশ ছিঁড়ে মুখটাকে বাইরে আনুন। গড়ে তুলুন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ।

একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (প্রস্তুতি সমিতি) – ২৯ এ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৪ এর পক্ষে রতন বসু মজুমদার, শিলাদিত্য মাল, কর্তৃক প্রকাশিত। যোগাযোগ – ৯৮৩১১ ২৫২০২।